যুগান্তর

তারিখ : 18 MAR 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

প্রাথমিকের প্রজ্ঞাপন-পরিপত্রে ত্রুটি

শিক্ষকদের ভোগান্তি মন্ত্রণালয়ের ভুলে

মুসতাক আহমদ

মন্ত্রণালয়ের জারি করা বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন ও পরিপত্রে ভুলের দায় বহন করতে হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষককে। গত ৮ বছর ধরে চাকরি জাতীয়করণ, পদ সৃষ্টি, যোগ্যতা নিরূপণ, উন্নীত স্কেল দেয়াসহ বিভিন্ন কাজে জারি করা প্রজ্ঞাপন ও পরিপত্রে এসব ভুল করে যাচ্ছেন এক শ্রেণীর কর্মকর্তা। ভুলের শিকার হয়ে ইতিমধ্যে প্রায় ১৭ হাজার শিক্ষকের বেতন-পেনশন বন্ধ হয়ে গেছে। আটকে গেছে ৪২ হাজার প্রধান শিক্ষকের উচ্চতর স্কেল। জাতীয়করণকৃত হাজার হাজার শিক্ষকের টাইম স্কেলসহ অন্য আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তি নিয়েও জটিলতা তৈরি হয়েছে।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির মহাসম্পাদক আমিনুল ইসলামের দাবি, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে খোদ প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতা আছে। তিনি ২৬ হাজার বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেছেন। প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করেন। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় শিক্ষকরা পদে পদে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এ শিক্ষক নেতার আরও অভিযোগ, বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের কিছু অসৎ এবং অনভিজ্ঞ-অদক্ষ কর্মকর্তার কারণে এসব জটিলতা তৈরি হয়েছে। তারা না জেনে, না বুঝে আদেশ তৈরি করেছেন। ফলে মন্ত্রণালয়, অধিদফতর ও মাঠপর্যায়ের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার শিকারে পরিণত হচ্ছেন সাধারণ শিক্ষকরা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে অতিরিক্ত সচিব (সচিবের দায়িত্বপ্রাপ্ত) নজরুল ইসলাম খান বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষকদের যোগ্যতার শর্তপূরণ, প্রধান শিক্ষকদের উন্নীত বেতন স্কেলসহ কয়েকটি বিষয়ে সমস্যা আছে। আসলে ডেস্কের কর্মকর্তা ঘন ঘন পরিবর্তন হন। সে কারণে তাদের অতীত জানা থাকে না। এ ক্ষেত্রে অবশ্য অধিদফতরকে 'রেফার' (উদ্ধৃত) করতে হয় মন্ত্রণালয়কে। তা না করলেই ভুল আদেশ-নির্দেশ জারির আশংকা থাকে। তিনি বলেন, বিভিন্ন সমস্যা আমাদের নজরে এসেছে। এগুলো সমাধানে কাজ করছি। শিক্ষকদের পদে পদে হয়রানির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন **ভুলে : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১**

ভুলে : শিক্ষকদের ভোগান্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) মহাপরিচালক মো. আলমগীর। তিনি বলেন, পরিপত্র ও প্রজ্ঞাপন জারি করে থাকে মন্ত্রণালয়। যেসব পরিপত্রে-প্রজ্ঞাপনের কথা বলা হচ্ছে, তা আমার আমলে হয়নি। তাই ভুল বা অসম্পূর্ণ আদেশ জারির বিষয়ে মন্ত্রণালয় ভালো বলতে পারবে।

সাধারণ শিক্ষকরা জানান, মন্ত্রণালয়ের ভুলে শিক্ষকরা এ মুহূর্তে যেসব বিষয়ে ভোগান্তি পোহাচ্ছেন তার মধ্যে বড় দুটিই প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত— বেসরকারি বিদ্যালয় জাতীয়করণ ও প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদাসংক্রান্ত। ২০১৪ সালের ৯ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও সহকারী শিক্ষকদের বেতন এক ধাপ বৃদ্ধির ঘোষণা দেন। এরপর ওইদিনই প্রধান শিক্ষকের পদটি তৃতীয় শ্রেণী থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য ৬ হাজার ৪০০ টাকা এবং প্রশিক্ষণবিহীন ৫ হাজার ৯০০ টাকা করা হয়। ওই বছরেরই ২৭ ডিসেম্বরের অর্থ বিভাগের এক পত্র অনুযায়ী প্রধান শিক্ষকদের আগের (তৃতীয় শ্রেণী) চাকরিকালের টাইম স্কেল গণনা করছে না। ফলে সহকারী শিক্ষকরা এক ধাপ উন্নীত স্কেল [illegible] পেলেও প্রধান শিক্ষকদের ভাগ্যে তা জোটেনি। অনেক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষকের চেয়ে বেশি বেতন পাচ্ছেন।

> ১৭ হাজার শিক্ষকের চাকরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেষ
>
> টাইম স্কেল, অবসরসহ আনুষঙ্গিক আর্থিক সুবিধা আটকে আছে
>
> প্রধানের চেয়ে সহকারী শিক্ষক বেশি বেতন পান

শিক্ষক নেতারা জানান, সারা দেশে বর্তমানে কর্মরত প্রায় ৪৪ হাজার প্রধান শিক্ষকের মধ্যে ৪২ হাজারের টাইম স্কেল প্রাপ্যতা আছে। এ জটিলতা মূলত অর্থ বিভাগের ২০১৪ সালের ২৭ নভেম্বরের পত্রের কারণে। এটি অনুযায়ী শিক্ষকদের অতীত চাকরিকাল গণনায় আসবে না। যে কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এটি সংশোধনের দাবি জানিয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ ফেব্রুয়ারি অর্থ মন্ত্রণালয়ে একটি পত্র পাঠায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। তাতে নন-গেজেটেড হিসেবে প্রধান শিক্ষকদের বিবেচনা করে প্রাপ্য সুবিধাদি সংযোজন ও বেতন নির্ধারণের সম্মতি প্রস্তাব করা হয়। তবে এটি এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। এছাড়া পুরনো ৩৭ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পদোন্নতি পাওয়া প্রায় ১৭ হাজার প্রধান শিক্ষকও জটিলতায় পড়ে আছেন। প্রধান শিক্ষক হলেও তারা সহকারী প্রধানের স্কেলে বেতন-ভাতা পাচ্ছেন।

জাতীয়করণকৃত প্রধান শিক্ষকদের সমস্যা আরও জটিল। ২০০৮ সালের ১৪ জুলাই একটি ভুল পরিপত্রে বেসরকারি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও পদোন্নতির কথা বলা হয়। অথচ সরকারি অন্তত ১২টি আইন, বিধি, পরিপত্র ও মন্ত্রণালয়ের আদেশে ১৯৯০ সাল থেকেই প্রধান শিক্ষকের পদের স্বীকৃতি আছে। প্রধান শিক্ষকরা বলছেন, এ আদেশের কারণে তাদের অতীত চাকরিকাল গণনায় আসছে না। ফলে তারা টাইম স্কেল পাচ্ছেন না। প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব জানান, এ সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কাছে পাঠাতে তা ৭ জানুয়ারি মহাহিসাব নিরীক্ষকের দফতরে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সেটি এখনও ফাইলবন্দি বলে জানান শিক্ষক নেতারা। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বেশ কয়েকজন শিক্ষক টেলিফোনে জানান, পরিপত্রের এ জটিলতার কারণেই প্রধান শিক্ষকদের টাইম স্কেল, পিআরএলসহ আনুষঙ্গিক আর্থিক সুবিধা আটকে আছে। যদিও কিছু জেলায় অর্থের বিনিময়ে শিক্ষকরা সুবিধা ছাড় করাতে সক্ষম হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ করেন। সে অনুযায়ী ওই বছরের আগস্টে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। কিন্তু এতে শিক্ষকদের যোগ্যতার বিষয়ে জটিলতা তৈরি করা হয়। এখন এর বলি হচ্ছেন প্রায় ১৭ হাজার শিক্ষক। অভিযোগ পাওয়া গেছে, এ প্রজ্ঞাপনের ভুলের বিষয়টি আগেভাগে টের পান শিক্ষক নেতারা। তারা বিষয়টি লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নজরে নেন। এ বিষয়ে ২০০৯ সালের ৩১ জুলাই মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত এবং আদালতের মামলার রায় মন্ত্রণালয়ে পেশ করেন। কিন্তু তারপরও ভুল প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। ফলে বয়স থাকা সত্ত্বেও প্রায় ১৭ হাজার শিক্ষকের চাকরি ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বরে আপনাআপনি শেষ হয়ে গেছে। এদের মধ্যে যারা এখন চাকরিতে আছেন তারা বেতন পাচ্ছেন না। আর যারা অবসরে গেছেন, তারা পেনশন পাচ্ছেন না।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী তিন ধাপে ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারির মধ্যে ২৬ সহস্রাধিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ কাজ শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু ৩ বছরেও সেই কাজ শেষ করতে পারেনি মন্ত্রণালয়। প্রথম ধাপের বেশিরভাগ বিদ্যালয়ের জাতীয়করণ শেষ। কিছু বিদ্যালয় এবং শিক্ষকের জাতীয়করণ শেষ হয়নি। দ্বিতীয় ধাপের বিদ্যালয় জাতীয়করণ হয়েছে। কিন্তু শিক্ষকদের কাজ শেষ হয়নি। আর তৃতীয় ধাপের ৯৬০টি স্কুলের মধ্যে ৫৮৫টির জাতীয়করণ হয়েছে।